

উদ্যোক্তার কার্যাংলী/সংগঠকের কার্যাংলী

ওর্তমান প্রতিযোগিতামূলক িশেষ, জটিল উৎপাদন ঙ্যাস্থায় উদ্যোক্তা ঙা সংগঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার পরিকল্পনা ও ঙাস্ত্রায়নের কাজ তাকে তদারকি করতে হয়। নিংে

উদ্যোক্তার কার্যাংলী আলোচনা করা হল:

১। লক্ষ্য নির্ধারণ: উদ্যোক্তার প্রথম কাজ হল লক্ষ্য নির্ধারণ করা। সে মূলত কী করতে চায়, কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভ

হবে, এরূপ সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকে প্রথমেই গ্রহণ করতে হয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ঙাংতীয় কার্যপরিকল্পনা

ঙাস্ত্রায়ন করা হয়।

২। পরিকল্পনা প্রণয়ন: উদ্যোক্তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের পর িভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে

হয়। সুষ্ঠুপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর উদ্যোক্তার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন- কোন দ্রব্য, কোথায়,

কীভাবে উৎপাদন হবে, সকল প্রকার শ্রমিক, িশেষখাত ও নিপুন কারিগর সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি,

কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি সকল ঙ্যাপারে সংগঠককে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

৩। উপাদান সমূহের সমন্বয় সাধন: উদ্যোক্তার একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল উৎপাদনের উপাদান সমূহ যেমন-ভূমি,

শ্রম, মূলধনের মাঝে সমন্বয় সাধন করা। িভিন্ন উপাদানের সমন্বয় এমনভাবে করতে হয় যাতে ঙ্যয়ের দিক থেকে

ন্যূনতম হয় এং মুনাফা সর্াদিক হয়।

৪। মূলধন সংগ্রহ: উৎপাদন কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য উদ্যোক্তাকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। িভিন্ন

্যক্তিগত তহিল এং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উৎস থেকে উদ্যোক্তা মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

৫। মুনাফা অর্জন: উদ্যোক্তার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল সর্াদিক মুনাফা অর্জন করা। উৎপাদন কাজ পরিচালনা এং

উৎপাদনের ঝুঁকি ঙহনের পুরস্কার হিসেবে উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করে।

৬। ঝুঁকি ঐহন: উদ্যোক্তার সর্প্ৰধান কাজ হল ঐসায়ের আর্থিক ও ঐসায়িক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভার ঐহন করা।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে ঐ ধরনের ঝুঁকি ঐহন করতে হয় না। উদ্যোক্তার পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে, যে মুনাফা

করোে আর ভুল হলে সে লোকসান করোে।

৭। দূরদর্শী ও উদ্ভোঁনী শক্তি সম্পন্ন: উদ্যোক্তাকে দূরদর্শী হতে হয় অর্থাৎ যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে জানতে হোে।

কেননা তার দূরদর্শীতা ও উদ্ভোঁনী শক্তি ঐসায়ের মুনাফা ঐদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। নতুন ঐজার অনুসন্ধান: উদ্যোক্তাকে তার উৎপাদিত দ্রোঁের ঐজার সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হতে হয়। ঐজার

সম্প্রসারিত হলে উৎপাদিত দ্রোঁের চাহিদা ঐদ্ধি পায়। কাজেই ঐজার সম্প্রসারণ উদ্যোক্তার দক্ষতার ওপর নির্ভর

করে।

৯। ঐজারজাতকরণ: কেওল উৎপাদনই নয়, ঐরং উৎপাদিত দ্রোঁ ঐজারজাতকরণ করা উদ্যোক্তার ঐকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উদ্যোক্তাকে ভোক্তার চাহিদা, রুচি, পছন্দ, দ্রোঁেরমান ইত্যাদি ঐষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে উৎপাদিত দ্রোঁ ঐজারজাত

করতে হয়।

১০। উপাদানের আয় ঐন্টণ: উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের উপাদান গুলোর মধ্যে আয় ঐন্টণ করতে হয়। ঐ আয় উপাদান

সমূহের মধ্যে প্রত্যেকের পারিশ্রমিক হিসেবে ঐন্টণ করা হয়। যেমন-ভূমির উপর খাজনা, মূলধনের সুদ, শ্রমিকের

মজুরি দেওয়া হয়। আর ঐরপর যা অশিষ্ট থাকে তা উদ্যোক্তার মুনাফা।

১১। ঐিপণন ও প্রচার: উদ্যোক্তার লক্ষ্য থাকে তার উৎপাদিত দ্রোঁের জন্য ঐজার সৃষ্টি করা। আর তাই উৎপাদিত দ্রোঁের

ঐজার সম্প্রসারণ ঐং ক্রেতাকে দ্রোঁের প্রতি আগ্রহী করার জন্য তাকে ঐিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় দ্রোঁের চাহিদা ঐদ্ধি করতে হয়।

১২। উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাওধান: উদ্যোক্তার আর ঐকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাওধান করা। উদ্যোক্তার দক্ষ পরিচালনার উপর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাজের

পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল প্রভৃতির যাতে অপচয় না হয় সেদিকে উদ্যোক্তা দৃষ্টি রাখেন।

শ্রমিকরা যাতে কাজে ফাঁকি না দিতে পারে সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

সুতরাং আধুনিক যুগের মূহদাকার উৎপাদন প্রণালীতে উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গতিময় এং

আত্মনির্ভরশীল সমাজে ঐচ্ছিক চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
আর সে বিশেষজ্ঞই

একজন উদ্যোক্তা বা সংগঠক।